তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৮০

**ক্যাশলেস ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা** **কার্যকরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র জারি**

**ঢাকা,** ৩০ চৈত্র **(১৩** এপ্রিল**)**

আগামীকাল পহেলা বৈশাখ থেকে ক্যাশলেস ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা সফলভাবে কার্যকর করার জন্য মাঠ পর্যায়ের ভূমি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে আজ একটি পরিপত্র জারি করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়।

নির্বিঘ্নে ভূমি উন্নয়ন কর দেওয়ার জন্য ৭ কার্যদিনের মধ্যে যেন ভূমি মালিক হোল্ডিং রিপোর্ট পান তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে পরিপত্রে। অসাধু ব্যক্তিরা যেন প্রতারণামূলক কাজে লিপ্ত হতে না পারে সেজন্য পহেলা বৈশাখের পর ৭ কার্যদিনের মধ্যে ভূমি অফিসে সংরক্ষিত অব্যবহৃত ও আংশিক ব্যবহৃত সকল দাখিলা বই প্রত্যাহার করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরিপত্রে।

ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান স্বাক্ষরিত ‘অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় বিষয়ক নির্দেশাবলী’ শীর্ষক পরিপত্রটিতে মাঠ পর্যায়ের ভূমি কর্মকর্তাদের জন্য আরো যেসব বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা আছে তা হচ্ছে, নাবালক ও প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে করণীয়; খতিয়ানের রেকর্ডিয় মালিকের নাম জাতীয় পরিচয় পত্রের নামের সাথে মিল না থাকলে করণীয়; মহিলাদের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রে পিতার নাম ও রেকর্ডে স্বামীর নাম থাকলে করণীয়; মালিকের নামে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়; ব্যক্তির ক্ষেত্রে আংশিক ভূমি উন্নয়ন কর আদায়; জমির ব্যবহারভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর আদায়; অগ্রিম ভূমি উন্নয়ন কর আদায়; সংস্থার ক্ষেত্রে আংশিক ভূমি উন্নয়ন কর আদায়; মওকুফ দাখিলা বিষয় ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কার্যক্রমকে অধিকতর জনবান্ধব করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৯ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ১লা বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ থেকে ক্যাশলেস ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আগামী ১৪ এপ্রিল, পহেলা বৈশাখ থেকে ক্যাশলেস ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা কার্যকর করার ব্যাপারে গতকাল এক গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ভূমি মন্ত্রণালয়। আগামীকাল ১লা বৈশাখ ১৪৩০, ১৪ এপ্রিল ২০২৩, থেকে ক্যাশলেস ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা চালু হলে তা হবে জনবান্ধব স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । একই সাথে আবহমান বাংলার ভূমি সংস্কারে যোগ হবে নতুন এক অধ্যায়।

#

**নাহিয়ান/**রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৬০৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৭৯

**বাংলা নববর্ষে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর শুভেচ্ছা**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ, ১৪৩০ উপলক্ষ্যে গণমাধ্যমকর্মীসহ দেশ ও বিদেশে বসবাসরত সকল বাংলা ভাষাভাষীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

পহেলা বৈশাখকে বাঙালির সম্প্রীতি ও মহামিলনের দিন উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, সমগ্র জাতি এদিন জেগে ওঠে নবপ্রাণে, নব-অঙ্গীকারে।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, পহেলা বৈশাখ বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্য। বৈশাখ আমাদের নিয়ে যায় অবারিতভাবে বেড়ে ওঠার বাতায়নে, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে, অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

পহেলা বৈশাখে বিগত বছরের গ্লানি, দুঃখ-বেদনা, অসুন্দর ও অশুভকে ভুলে গিয়ে সুন্দর আগামী নির্মাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, নতুন প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে জাতি হিসেবে এগিয়ে যাবো-এবারের বাংলা নববর্ষে এ হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

 #

হেমায়েত/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৭৮

**অচিরেই বিশ্ব বাজারে আম রপ্তানির পথ সুগম হবে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

**ঢাকা,** ৩০ চৈত্র **(১৩** এপ্রিল**)**

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের আমের অনেক চাহিদা রয়েছে। দেশে আমের উৎপাদন অনেক বেড়েছে, রপ্তানির সম্ভাবনাও অনেক।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানি বিষয়ক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন। সভায় কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধান, আম চাষি, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারলে আম চাষিরা ভাল দাম পাবেন, পোস্ট হার্ভেস্ট লস কমবে। স্থানীয় বাজারে আরো নিরাপদ ও রোগজীবাণুমুক্ত আম পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, উত্তম কৃষি চর্চা মেনে আম উৎপাদন, ভ্যাপার হিট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন, আধুনিক প্যাকিং হাউজ নির্মাণ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারকদের প্রশিক্ষণসহ নানান উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ৪৭ কোটি টাকার রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এর ফলে অচিরেই বিশ্ববাজারে দেশের আম রপ্তানির পথ সুগম হবে।

সভায় জানানো হয়, বিশ্বে আম উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। বাংলাদেশে বছরে আমের উৎপাদন প্রায় ২৪ লাখ মেট্রিক টন। আম পরিবহণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ এবং উৎপাদনে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার না করায় উৎপাদিত আমের ২৫-৩০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ থেকে প্রায় লক্ষাধিক টন আম রপ্তানির সম্ভবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ইংল্যান্ড, জাপান, রাশিয়াসহ ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে আম আমদানির আগ্রহ দেখিয়েছে। বিশ্বে ২১ জাতের আম রপ্তানি হয়ে থাকে, যার অনেকগুলোই বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৭২ জাতের আম উৎপাদিত হয়, এর মধ্যে দুইটি জাত (খিরসাপাত, ফজলী) জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

#

কামরুল/আরমান/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৭৭

**বাংলা নববর্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শুভেচ্ছা**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উপলক্ষ্যে গণমাধ্যমকর্মীসহ দেশে ও বিদেশে বসবাসরত সকল বাংলা ভাষাভাষীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান   
মাহ্‌মুদ।

বাংলা নববর্ষবরণকে বাঙালির সর্বজনীন উৎসব হিসেবে বর্ণনা করে তথ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বলেন, ‘পৃথিবীর সকল ভাষাভিত্তিক জাতির নিজস্ব সর্বজনীন উৎসব-পার্বণ রয়েছে। চীনাদের ‘চীনা নববর্ষ’, ইরান থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত ‘নওরোজ’, ইংরেজি ভাষাভাষীদের ‘ইংরেজি নববর্ষ’, ঠিক তেমনই পয়লা বৈশাখ বাঙালিদের সর্বজনীন উৎসব।’

সরকারি কাজে ইউরোপ সফররত ড. হাছান মাহ্‌মুদ তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনাভাইরাস মহামারির পর ইউক্রেনযুদ্ধে পীড়িত বিশ্বেও বাংলাদেশ তার প্রবৃদ্ধির সক্ষমতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। দেশকে এগিয়ে নিতে ঐক্যবদ্ধ থাকাই হোক আমাদের নতুন বাংলা বছরের অঙ্গীকার।

#

আকরাম/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ১৪৭৬

**আগামী জুন মাসে ১০০টি সেতুর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী**

**---সেতুমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন, আগামী জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত আরো ১০০টি সেতুর উদ্বোধন করবেন। তিনি আরো জানান, এ বছরেই নভেম্বর মাসে বিআরটিসি’র বহরে ১০০টি বৈদ্যুতিক ডাবল ডেকার বাস যুক্ত হবে। যার মধ্যে ৮০টি বাস ঢাকা মহানগরীর জন্য এবং বাকি ২০টি বাস চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ময়মনসিংহে কেওয়াটখালিতে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর স্টিল-আর্চ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পের নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান LEA Associates South Asia Pvt. Ltd. (LASA), India in Joint Venture with Yongma Engineering Co. Ltd., Republic of Korea and in Association with Desh Upodesh Ltd., Bangladesh (as Sub-Consultant) and Kranti Associates Limited (Kranti), Bangladesh (as Sub-Consultant) এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।

প্রায় ৬০ কোটি টাকার চুক্তিপত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পক্ষে প্রকল্প পরিচালক নূর-ই-আলম এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রদ্যোৎ বিশ্বাস স্বাক্ষর করেন। চুক্তির আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের ডিজাইন কনসালট্যান্ট কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন রিভিউ করবে এবং পূর্তকাজ বাস্তবায়ন তদারকি করবে।

প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহের কেওয়াটখালিতে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ৩২০ মিটার দীর্ঘ স্টিল-আর্চসেতুসহ ১১ শত মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ৬৭০ দশমিক ৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৩টি সড়ক ওভারপাস, ২৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের ২টি রেলওভারপাস, ৬ দশমিক ২০ কিলোমিটার SMVT (Slow Moving Vehicular Traffic) লেনসহ ৪-লেন মহাসড়ক, মূল সেতু সংলগ্ন একটি টোল প্লাজা ও একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ এবং স্টিল-আর্চ সেতুতে Bridge Health Monitoring System (BHMS) সংযোজন করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ময়মনসিংহ জেলা সদরসহ নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুর, শেরপুর জেলার নাকুগাঁও, ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট এবং জামালপুর জেলার ধানুয়া-কামালপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরগুলোর সাথে রাজধানী ঢাকার নিরবচ্ছিন সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। এছাড়া বিদ্যমান শম্ভুগঞ্জ সেতুর যানজট নিরসনের পাশাপাশি এ অঞ্চলের ইপিজেড এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হবে। ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে প্রস্তাবিত নতুন ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরের সাথে বর্তমান পুরাতন ময়মনসিংহ শহরের যোগাযোগ স্থাপনে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

#

**ওয়ালিদ**/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৭৫

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৩ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৩৮৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৫৮০ জন।

#

সুলতানা/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৭৪

**ঈদ উপলক্ষ্যে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ**

**ঢাকা,** ৩০ চৈত্র **(১৩** এপ্রিল**) :**

নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণকে যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ’র হটলাইন নম্বর ১৬১১৩-তে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। রাতের বেলায় স্পিডবোট চলাচল বন্ধ করার জন্য ও লঞ্চে/ফেরিতে যাতে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই না করতে পারে এবং যাত্রীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া যেন কোনোভাবেই আদায় না করতে পারে সেজন্য নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তর মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে।

আজ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ৩০ মার্চ নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পবিত্র ঈদুলফিতর-২০২৩ উপলক্ষ্যে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণ সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সভায় বিআইডব্লিউটিসি’র চেয়ারম্যান এস এম ফেরদৌস আলম, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর মোঃ নিজামুল হক, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মোঃ আব্দুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, ৩০ মার্চের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আগামী ১৯ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় ও দ্রুত পঁচনশীল পণ্যবাহী ট্রাক ব্যতীত সাধারণ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান ফেরিতে পারাপার বন্ধ; রাতের বেলায় সকল প্রকার বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ এবং আগামী ১৭ থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত দিনরাত সার্বক্ষণিক সকল বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ঢাকা সদরঘাটে সকল যাত্রীবাহী নৌযানে ঈদের আগে পাঁচ দিন মালামাল ও মোটর সাইকেল পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং ঈদের পরে পাঁচ দিন অন্যান্য নদী বন্দর হতে ঢাকা সদরঘাটে আগত নৌযানে মালামাল ও মোটর সাইকেল পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখতে হবে; লঞ্চ ও ফেরির সকল স্টাফকে নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; লঞ্চে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি রাখতে হবে এবং সেগুলো যাত্রীদের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে; প্রত্যেক লঞ্চে প্রশস্ত সিঁড়ি এবং সিঁড়ির দু’পাশে মজবুত রেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে; সকল ফেরি ও লঞ্চ ঘাটে অবস্থিত টয়লেটসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে; সকল নদী বন্দরের টার্মিনাল ও ঘাট/পয়েন্ট এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং বিআইডব্লিউটিসি উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করবে।

#

জাহাঙ্গীর/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৬০৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৭৩

**দেশে সকল ধর্মের মানুষ একসাথে স্বাধীনভাবে বাস করবে**

**-পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। ধর্ম নিরপেক্ষ ও সকল ধর্মের মানুষ বাংলাদেশে একসাথে স্বাধীনভাবে বসবাস করবে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর নীতি, লক্ষ্য ও আদর্শ। তিনি বলেন, দুষ্টু লোকের কোনো দল নাই, তাদের কোনো ধর্ম নাই। সমাজে যারা দোষী ও সন্ত্রাসীদের কোনোভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে না। এই ধরনের দুষ্টু লোকদের সরকার কোনোভাবেই প্রশ্রয় দিবে না।

আজ বান্দরবান সদরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বয়োঃজ্যেষ্ঠ পূজা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বান্দরবান রাজার মাঠ থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মারমা সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব সাংগ্রাই-এর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি বান্দরবান শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর হল রুমে গিয়ে শেষ হয়। এই উৎসবকে ঘিরে পার্বত্য জেলার পাহাড়ী ও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে বইছে আনন্দের বন্যা।

পুরাতন বছরকে বিদায় আর নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে গিয়ে আগামী দিনে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান পার্বত্যমন্ত্রী। এসময় জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্টী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ১৪এপ্রিল দুপুরে সাংগু নদীর পাড়ে বুদ্ধ মূর্তি স্নান, রাতে পাড়ায় পাড়ায় পিঠা উৎসব, ১৫ এপ্রিল রাজার মাঠে মৈত্রী পানি বর্ষণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে মারমা সম্প্রদায়ের এতিহ্যবাহী সাংগ্রাই উৎসব।

#

রেজুয়ান/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১৩৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৭২

**সাইবার নিরাপত্তায় সক্ষমতা বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করতে আগ্রহী**

ইউএস আইটি কানেক্ট স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন পলক

**ঢাকা,** ৩০ চৈত্র **(১৩** এপ্রিল**) :**

ইন্টারনেট, সেইফ আইটি এবং নাগরিক সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ, পরিবেশ খাত, সাইবার নিরাপত্তায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশে সাথে কাজ করতে আগ্রহী মার্কিন সরকার। তাঁরা পরিবেশ দূষণ, অবকাঠামো ও যানজট এর মতো ক্ষেত্রগুলোতে হালনাগাদ প্রযুক্তির মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে চায়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অফিসার জেমস্ গার্ডিনার আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে সাক্ষাতকালে এ আগ্রহের কথা জানান।

এসময় পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশে সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন চিপ সেক্টরের উন্নয়ন ও বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, আইটি কানেক্ট পোর্টাল, বাংলাদেশ-ইউএসএ ডেস্ক চালুর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে জাপান ও কোরিয়ার মতো ‘আইটি কানেক্ট বাংলাদেশ-ইউএস ডেস্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন এ আইটি ডেস্ক দেশের আইটি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ আকৃষ্ট ও দেশীয় আইটি কোম্পানির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আইটি কোম্পানির ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও বাড়বে এবং দু’দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশের পথ সুগম করবে।

পলক জানান, ধাপে ধাপে দেশেই মাইক্রোচিপ থেকে ন্যানো চিপ ইকো সিস্টেম তৈরি হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, মাইক্রোচিপের নকশা এবং সাইবার নিরাপত্তা প্রযুক্তিতে আমরা আমাদের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে রিসোর্স ট্যালেন্টপুল তৈরি করছি। ফলে আগামী ১০ বছরে আমরা ভালোভাবেই বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে অংশ নিতে পারবো।

বাংলাদেশের তরুণরা উদ্ভাবন ক্ষেত্রে দেশে বিদেশে অবদান রাখছে উল্লেখ করে জেমস্ গার্ডিনার বলেন, সম্প্রতি নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি মেধাবী তরুণরা সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে।

পরে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদ স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা এবং আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম প্রেজেন্টেশন আকারে অতিথিদের কাছে তুলে ধরেন।

এ সময় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার, আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ হাইটেকপার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রেজাউল করিম, আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আলতাফ হোসেন এবং মার্কিন দূতাবাস ও আইসিটি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/পরীক্ষিৎ/রবি/আসমা/২০২৩/১৪২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৭১

**বোরো মৌসুমে ধান চাল সংগ্রহের মূল্য নির্ধারণ**

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ৭ মে থেকে ৩১ আগস্ট

**ঢাকা,** ৩০ চৈত্র **(১৩** এপ্রিল**) :**

আসন্ন বোরো মৌসুমের ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করেছে সরকার।

এই মৌসুমে ৪ লাখ টন ধান, ১২.৫০ লাখ টন সিদ্ধ চাল এবং ১ লাখ টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ৭ মে থেকে শুরু হয়ে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

প্রতি কেজি বোরো ধানের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০ টাকা, সিদ্ধ চাল ৪৪ টাকা এবং গম ৩৫ টাকা। ২০২২ সালে ধান-চালের দাম ছিল যথাক্রমে ধান ২৭ টাকা, সিদ্ধ চাল ৪০ টাকা এবং গম ২৮ টাকা।

বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির (এফপিএমসি) সভায় এই মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী স ম রেজাউল করিম সভায় অংশ নেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামাল/পরীক্ষিৎ/রবি/আসমা/২০২৩/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৭০

**কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এতিমদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা হবে**

**-সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো: আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, নির্দিষ্ট বয়স শেষে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এতিম শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা হবে। এতিম ও দুস্হদের পরিচর্যা করা একটি মানবিক কাজ।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল ঢাকায় রায়ের বাজারে মাস্তুল ফাউন্ডেশন আয়োজিত এতিম, দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ ও ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

আশরাফ আলী বলেন, এতিম ও দুস্থদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। তাদের সহযোগিতায় সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

ছোট্ট সোনামণিদের সঙ্গে ইফতার করতে পারার অনুভূতি ব্যক্ত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমার মনে হচ্ছে এরকম সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে কিছু সময় কাটাতে পারাটা ভাগ্যের বিষয়। আমার সামনে এতগুলো কচিকাঁচা মুখ দেখে আমি সত্যিই আপ্লুত হয়ে পড়েছি। এদের মাঝে আসতে না পারলে হয়তো জীবনে কিছু একটা অপূর্ণ থেকে যেত। আজ এ ইফতার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেটা পূর্ণ হলো।

পরে প্রতিমন্ত্রী অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন এবং একজন পঙ্গু অসহায়কে অর্থ সহায়তা বিতরণ করেন।

#

এনায়েত/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ১৪৬৯

**বাংলাদেশ সারাবিশ্বে এখন উন্নয়নের রোল মডেল**

**-পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ওয়াশিংটন ডিসি, ১৩ এপ্রিল :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। চমৎকার আর্থসামাজিক অগ্রগতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল উদীয়মান বাংলাদেশ এবং এর আর্থসামাজিক অর্জনের বিষয়ে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ‘আটলান্টিক কাউন্সিল’-এর সাউথ এশিয়া সেন্টার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী অনুষ্ঠানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব ও সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক কূটনীতি, আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং প্রধান শক্তিগুলির সাথে সম্পর্ক বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন ওয়াশিংটন ডিসিতে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। সভায় তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট, এর নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলেন। আইআরআই কর্মকর্তারা বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে তাদের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন যা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। ইনস্টিটিউটের সভাপতি ড্যানিয়েল টুইনিং সভা সঞ্চালনা করেন।

পরে মন্ত্রী কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া কেন্দ্রের সিনিয়র ডিরেক্টর প্রফেসর ডঃ ইরফান নুরুদ্দিনের সঞ্চালনায় একটি প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন।

এ দুটি অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (উত্তর আমেরিকা) খন্দকার মাসুদুল আলম এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

সাজ্জাদ/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রবি/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬৮

**বাংলা নববর্ষ** **উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা,** ৩০ চৈত্র **(১৩** এপ্রিল**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে নিন্মোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“শুভ নববর্ষ ১৪৩০। উৎসবমুখর বাংলা নববর্ষের এই দিনে আমি দেশবাসীসহ সকল বাঙালিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পহেলা বৈশাখ বাঙালির সম্প্রীতির দিন, বাঙালির মহামিলনের দিন। এদিন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র জাতি জেগে ওঠে নবপ্রাণে নব-অঙ্গীকারে। সারা বছরের দুঃখ-জরা, মলিনতা ও ব্যর্থতাকে ভুলে সবাইকে আজ নব-আনন্দে জেগে ওঠার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

পহেলা বৈশাখ বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্য। মোগল সম্রাট আকবর ‘ফসলি সন’ হিসেবে বাংলা সন গণনার যে সূচনা করেন, তা সময়ের পরিক্রমায় আজ সমগ্র বাঙালির কাছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক স্মারক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বাঙালির আত্মপরিচয় ও শেকড়ের সন্ধান মেলে এর উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে। পহেলা বৈশাখের দিকে তাকালে বাঙালি তাঁর মুখচ্ছবি দেখতে পায়। বৈশাখ আমাদের নিয়ে যায় অবারিতভাবে বেড়ে ওঠার বাতায়নে, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে, অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। পাকিস্তান আমলে ঔপনিবেশিক শক্তি বাঙালির ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করতে চেয়েছে। বাঙালিরা দুর্বার প্রতিরোধে আত্মপরিচয় ও স্বীয় সংস্কৃতির শক্তিতে তা প্রতিহত করেছে। সেই শক্তিকে ধারণ করে শামিল হয়েছে মুক্তির সংগ্রামে। সংস্কৃতি ও রাজনীতির মিলিত স্রোত পরিণত হয়েছে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে। এভাবেই বিশ্বের বুকে অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এরই ধারাবাহিকতায় ইউনেস্কো কর্তৃক পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা ২০১৬ সালে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নববর্ষের-এ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে বিরাট অর্জন। এই পথ বেয়ে বিশ্বসমাজে বাঙালি হয়ে উঠবে শ্রেষ্ঠ জাতি।

বাংলা নববর্ষের এই বর্ণিল উদ্‌যাপন মানুষের মাঝে অনাবিল আনন্দ, উৎসাহ-উদ্দীপনা আর সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আসে। পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে বাংলার লোকজ-সংস্কৃতির মূল্যবান অনুষঙ্গ যেমন- যাত্রাগান, পালাগান, পুতুলনাচ, হালখাতা, অঞ্চলভিত্তিক লোকসংগীত, খেলাধুলাসহ গ্রামীণ মেলা যেমন প্রাণ ফিরে পায়, তেমনি বাংলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প হয়ে ওঠে উজ্জীবিত। ব্যবসা-বাণিজ্যেও এর ইতিবাচক প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না, বাঙালি বীরের জাতি হিসেবে তার অর্জন ও অগ্রগতি চির ভাস্বর হয়ে থাকবে যুগ যুগান্তর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রের ভাবাদর্শে আজীবন যে সংগ্রাম করে গেছেন তারও মূলমন্ত্র জাতিগত ঐতিহ্য ও অহংকার। সেই আদর্শে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন, দেশ পুনর্গঠনে কাজ করেছে তাঁর অভিন্ন চেতনা। একইসঙ্গে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, উগ্রবাদ তথা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ তথা সুখী-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবারের বৈশাখ হবে আমাদের জন্য বিপুল প্রেরণাদায়ী।

বিগত বছরের গ্লানি, পুরাতন স্মৃতি, দুঃখ-বেদনা, অসুন্দর ও অশুভকে ভুলে গিয়ে নতুন প্রত্যয়ে আমরা এগিয়ে যাবো-এবারের নববর্ষে এ হোক আমাদের প্রত্যয়ী অঙ্গীকার। কবি গুরুর ভাষায়-

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,

অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,

আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ ৷

মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক৷৷

এসো হে বৈশাখ এসো, এসো...

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রবি/মাহমুদা/ইমা/২০২৩/১১০০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬৭

**বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩০ চৈত্র (১৩ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে নিন্মোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“শুভ নববর্ষ।

পহেলা বৈশাখ বাঙালি জাতির জীবনে একটি পরম আনন্দের দিন। আনন্দঘন এ দিনে আমি দেশে ও দেশের বাইরে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই বাংলা নবর্ষের শুভেচ্ছা।

বাঙালি জাতির শাশ্বত ঐতিহ্যের প্রধান অঙ্গ পহেলা বৈশাখ। নতুনের বার্তা নিয়ে বেজে উঠে বৈশাখের আগমনি বার্তা। দুঃখ, জরা, ব্যর্থতা ও মলিনতাকে ভুলে সবাই জেগে ওঠে মহানন্দে। ফসলি সন হিসেবে মোঘল আমলে যে বর্ষগণনার সূচনা হয়েছিল, সময়ের পরিক্রমায় তা আজ সমগ্র বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক স্মারক উৎসবে পরিণত হয়েছে। পহেলা বৈশাখের মাঝে বাঙালি খুঁজে পায় নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও চেতনার স্বরূপ। বৈশাখ শুধু উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আত্মবিকাশ ও বেড়ে ওঠার প্রেরণা। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মুক্তিসাধনায় পহেলা বৈশাখ এক অবিনাশী শক্তি। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও গণতান্ত্রিক বিকাশে সংস্কৃতির এই শক্তি রাজনৈতিক চেতনাকে দৃঢ় ও বেগবান করে।

২০১৬ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতীয় সংস্কৃতির এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি জাতি হিসেবে বাঙালির জন্য পরম গৌরব ও মর্যাদার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রদর্শন ও আদর্শের অন্যতম ভিত্তি ছিল দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ। সেই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধু কারারুদ্ধ জীবনে সহবন্দিদের নিয়ে নববর্ষ উদ্‌যাপন করেছিলেন। পহেলা বৈশাখ আমাদেরকে উদার হতে শিক্ষা দেয় এবং জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বমানবের সঙ্গে মিশে যাওয়ার শক্তি জোগায়। এই উদারনৈতিক চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আদর্শ এবং রাষ্ট্রভাষা চেতনার বহ্নিশিখা অন্তরে ধারণ করে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ হোক আজকের দিনে সকলের অঙ্গীকার। সকল অশুভ ও অসুন্দরের উপর সত্য ও সুন্দরের জয় হোক। ফেলে আসা বছরের সব শোক-দুঃখ-জরা দূর হোক, নতুন বছর নিয়ে আসুক সুখ ও সমৃদ্ধি – এ প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/সিরাজ/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৪০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ